পাক্ষিক

আহমদী

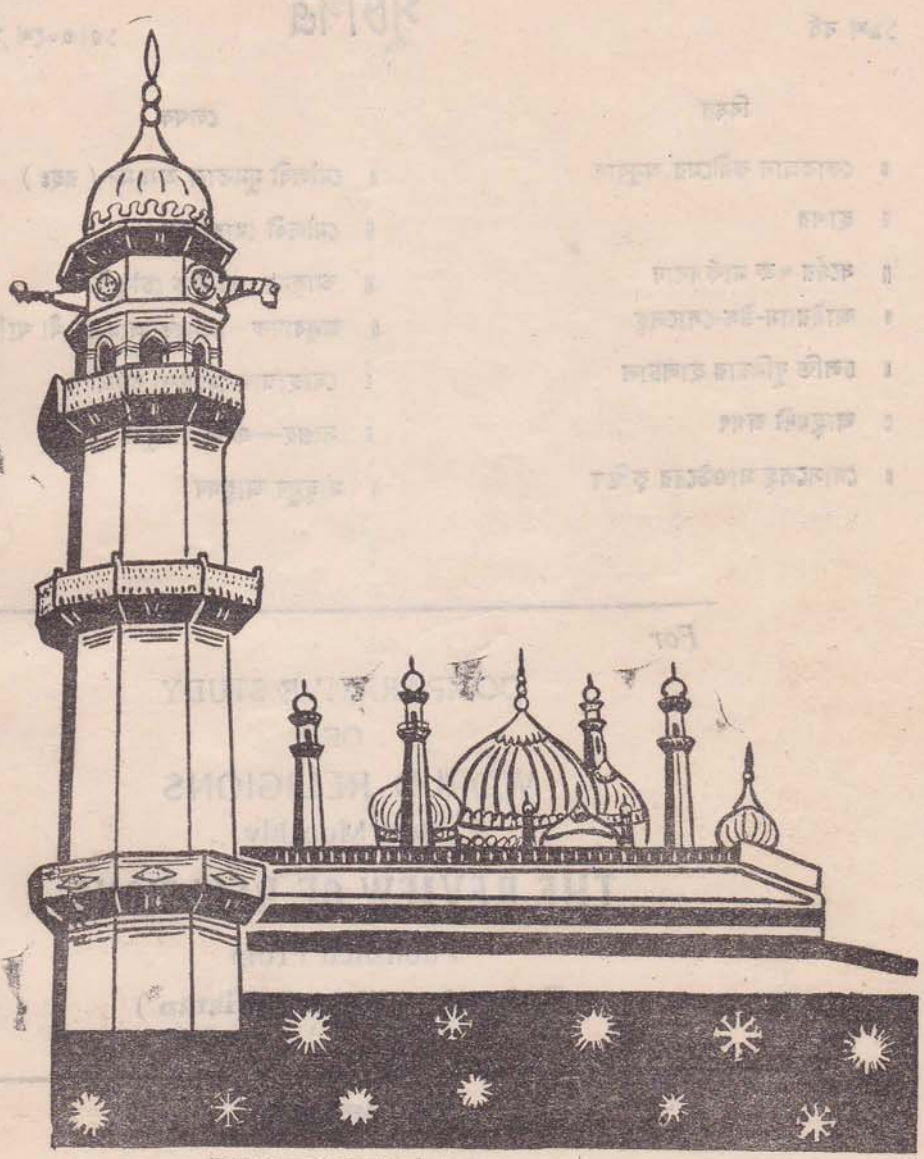

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২১।২২শ সংখ্যা
১৫।৩০শে মার্চ, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

২১।২২শ সংখ্যা
১৫।৩০শে মার্চ, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৮৯
হাশর	মৌলবী মোহাম্মাদ	৩৯০
ধর্মের শত্রু মার্কসবাদ	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	৩৯৪
আইয়্যাম-উস-সোলেহ্‌	অনুবাদক—দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম	৩৯৬
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৪০২
আহ্‌মদী জগৎ	সংগ্রহ—এ. টি. চৌধুরী	৪০৪
মোসলেহ্‌ মাওউদের কৃতিত্ব	মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	৪০৫

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published From
Rabwah (West Pakistan)

ভুল সংশোধন

গত ১৫।২৮শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যার আহ্‌মদীতে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরে আহ্‌মদীয়া জামাতের নাম করণতত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কয়েকস্থানে ভুল রহিয়াছে। ৩৭৫ পৃষ্ঠার ১ম কলম ১৩ ছত্রে 'তফসীর' না হইয়া 'তকজীব' হইবে এবং ৩৭৭ পৃষ্ঠার ২য় কলম ১৮ ছত্রে 'মিসকাদ' শব্দ না হইয়া 'মিসদাক' হইবে। —সম্পাদক আহ্‌মদী

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم
و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ১৫।৩০শে মার্চ : ১৯৬৬ সন : ২১।২২শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১৩শ রুকু

১০১। পূর্ববর্ণিত ঘটনাবলী কি এই সমস্ত লোককে, যাহারা তাহাদের পূর্ববর্তীদের স্থানে পৃথিবীর ওয়ারিশ হইয়াছে, এই সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে নাই যে, যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাহাদের পাপাচারণের দরুণ তাহাদিগকেও শাস্তি দিতেন এবং তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কন করিতেন, ফলে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিত না।

১০২। (হে মোহাম্মাদ!) ইহা সেই জনপদ সমূহ, যাহার ঘটনাবলী হইতে আমরা তোমার নিকট আংশিক বর্ণনা করিতেছি এবং নিশ্চয় তাহাদের পয়গম্বরগণ তাহাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণপুঞ্জ সহ আগমন করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করার যোগ্য থাকে নাই, কারণ তাহারা ইতিপূর্বে (সমাগত নবীকে) মিথ্যুক বলিয়াছিল। এই ভাবেই আল্লাহ্‌ অবিশ্বাসকারীদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কন করেন।

১০৩। এবং আমরা তাহাদের অধিকাংশকেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে দেখি নাই এবং নিশ্চয় তাহাদের অধিকাংশকেই পাপাচারে লিপ্ত পাইয়াছি।

১০৪। অতঃপর আমরা তাহাদের পর মুসাকে আমাদের নিদর্শনরাজি সহ ফেরআউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণের নিকট প্রেরণ করিলাম—কিন্তু তাহারা অন্যায়ভাবে ঐগুলি প্রত্যাখ্যান করিল। অতএব চিন্তা করিয়া দেখ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কিরূপ পরিণাম হইয়াছিল।

১০৫। এবং মুসা বলিয়াছিলঃ হে ফেরআউন! নিশ্চয় আমি সর্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত নবী।

১০৬। ইহাই শোভনীয় যে, আমি যেন আল্লার প্রতি সত্য ব্যতীত অন্য কথা না বলি। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর সমীপ হইতে উজ্জ্বল নিদর্শন সহ আগমন করিয়াছি; অতএব ইসরাইলের সন্তানগণকে আমার সহিত যাইতে দাও।

১০৭। ফেরআউন বলিলঃ যদি তুমি নিশ্চয় কোন নিদর্শন সহ আগমন করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহা উপস্থিত কর, যদি তুমি প্রকৃতই সত্যবাদী হও।

১০৮। তখন মুসা তাহার লাঠি (ভূমির উপর) ফেলিয়া দিল—তৎক্ষণাৎ উহা প্রকাশ্য অজগর হইয়া গেল।

১০৯। এবং সে তাহার হাত (বগল হইতে) বাহির করিল; তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের নিকট সাদা ধবধবে প্রত্যক্ষ হইল।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হাশর ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত ও হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী

পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত

"এবং (চিন্তা কর) ঐ সময়ের কথা যখন আমরা পাহাড়গুলিকে অপসারিত করিয়া দিব এবং (তোমরা) পৃথিবীর (জাতিগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে) অভিযান করিতে দেখিবে এবং আমরা তাহাদিগের হাশর করিব (অর্থাৎ তাহাদিগকে একত্রে জমা করিব) এবং তাহাদিগের কাহাকেও পিছনে রাখিব না।"

(সুরা কাহাফ—৬ষ্ঠ রুকু)।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

প্রথম হাশর

হযরত আবু হানিফা (রহঃ)-এর বংশজাত এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে হানাফী জামাতের গদিনশীন পীর হযরত সাহেবজাদা সিরাজুল হক নোমানী (রাজিঃ), যিনি হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর হস্তে বয়াত করিয়াছিলেন, লিখিয়াছেন যে, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-একবার বলেন ঃ

"খোদা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমার সেলসেলাতেও তীব্র মতভেদ দেখা দিবে। ফেৎনাবাজ এবং স্বার্থপর ব্যক্তিগণ পৃথক হইয়া যাইবে। তারপর খোদা এই ফেৎনাকে দূর করিয়া দিবেন। (১)

বাকি যাহারা ছিন্ন হইবার যোগ্য এবং যাহারা সত্যের সহিত সম্বন্ধ রাখে না এবং ফেৎনাকারী তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে। (২)

ইহার পর পৃথিবীতে এক হাশর উপস্থিত হইবে এবং উহা প্রথম হাশর হইবে। তখন সমস্ত বাদশাহ্ পরস্পরকে আক্রমন করিবে এবং এরূপ যুদ্ধ হইবে যে, যমিন রক্তে ভরিয়া যাইবে। প্রত্যেক বাদশাহের প্রজাগণও পরস্পরের সহিত ভীতিপ্রদ লড়াই করিবে। বিশ্ব জোড়া ধ্বংস আসিবে।

এইসব ঘটনার কেন্দ্র শামদেশ হইবে। (৩)

সাহেবজাদা সাহেব! তখন আমার মওউদ পুত্র থাকিবে। খোদা এই ঘটনাবলী তাঁহার সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছেন। (৪)

এইসব ঘটনার পর আমার সেলসেলার উন্নতি হইবে এবং সালাতীন (রাজন্যবর্গ) আমার সেলসেলায় প্রবেশ করিবে। (৫)

আপনারা সেই মওউদকে চিনিয়া লইবেন। (৬)"

(তাজকেরাতুল মেহদী—দ্বিতীয় খণ্ড—৩য় পৃষ্ঠা)

(তাজকেরা—২য় সংস্করণ—৭৯৫ পৃষ্ঠা)

পবিত্র কোরআনের যে আয়াত প্রথমে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী উহার ব্যাখ্যাস্বরূপ।

ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত ঘটনাবলি বুঝিবার সুবিধার্থে আমি উহার কতকগুলি অংশকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছি। সেইগুলির ব্যাখ্যা আমি নিম্নে দিলাম।

(১) প্রথম ফেৎনা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আউয়াল (রাজিঃ)-এর ১৯১৪ ইসাব্দে এন্তেকাল হইলে, মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও তাঁহার সঙ্গীগণ আহ্মদীয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন করে এবং পৃথক হইয়া লাহোরে গিয়া খেলাফত বিহীণ ভিন্ন জামাত সৃষ্টি করে। কাদিয়ানে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর হস্তে বাকি সমস্ত জামাত বয়েত করিয়া একত্রিত হয় এবং প্রথম বারের ফেৎনা দূর হইয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় ফেৎনা

১৯৫৬ ইসাব্দে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর পীড়িত হওয়ার সময় আবদুল মান্নান ও তাহার ভ্রাতা আবদুল ওহাব এবং আরো কয়েকজন হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর খেলাফতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং তাহারা পৃথক হইয়া যায়। তখন জামাতে আহ্মদীয়া হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর হস্তে পুনঃরায় একযোগে বয়েত করে এবং উহাকে "বয়েতে রেদওয়ান" বলা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় ফেৎনাকারীর দল পৃথক হইয়া যায় এবং জামাত নিরাপদ ও সুদৃঢ় থাকে।

(৩) শামদেশ

(ক) বর্মাদেশের পূর্বদিকে শামদেশ, পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা যাহার নাম থাইল্যাণ্ড রাখিয়াছে।

(খ) আরবের উত্তরে অবস্থিত সিরীয়া লেবানন, জর্ডনের উত্তরাংশ ও বর্ত্তমান ইসরাইল রাষ্ট্রের একাংশ লইয়া আসল সিরীয়া বা শাম দেশ ছিল। এই দেশ পাশ্চাত্য জাতির হস্তক্ষেপে খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে।

(গ) "কাশ্মীর" শব্দটি আসলে "কাশীর"। "কা" শব্দের অর্থ "মত" এবং 'আশীর" শব্দের অর্থ সিরীয়া বা শামদেশ। আসল কাশ্মীরীরা তাহাদের দেশকে 'কাশ্মীর' বলে না, 'কাশীর' বলে।"

[মালফুযাত হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-৮ম খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা।]

সুদূর অতীতে ইহুদীগণ যখন তাহাদের আদি বাসস্থান হইতে হিযরত করিয়া আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে আসে, তখন তাহারা এইসব দেশের, গ্রামের ও বস্তুর নাম নিজেদের ভাষায় রাখে। সেই হিসাবে কাশ্মীরের আবহাওয়া, পাহাড়, ঝরণা, বাগানাদি সিরীয়ার ন্যায় দেখিয়া এই দেশের নাম "কাশীর" অর্থাৎ "সিরীয়ার মত" রাখে। "শ" অক্ষরের সহিত "ম" অক্ষরটি পরে সংযুক্ত হয়। মনে হয় কাশ্মীরের ইহুদীরা মুসলমান হওয়ার পর তাহাদের দেওয়া পূর্ব নাম কাশীর ও আরবী নাম শাম শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রনে কাশ্মীর শব্দ উৎপন্ন হয়। যাহা হউক ইহাও এক শাম দেশ।

পাঠক! উপরের আলোচনা অনুযায়ী দেখিতে পাইলেন যে, আজ আমাদের সম্মুখে তিন শাম দেশ উপস্থিত। ১নং শাম দেশের পার্শ্ববর্তী উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অধিবাসীগণ একই জাতি এবং ঐ দুইটি দেশ যুদ্ধে জড়িত এবং সেখানে বিশ্ব যুদ্ধের আশঙ্কা জিয়াইতেছে। ২নং শাম দেশ মাঝে মাঝে ধুমায়িত হইয়া উঠে। ৩নং শাম কাশ্মীর আজ বিশ্বের সমস্যা। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্তীত শরীয়তের মসিহ্‌। আল্লাহ্‌তায়ালাই উত্তম জানেন কোন শাম হইতে উপরুল্লিখিত প্রতিশ্রুত বিশ্বযুদ্ধ বাধিবে। তবে ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অধিকাংশ সময়ে রূপক থাকে যাহা কোন বস্তু, ব্যক্তি বা দেশের সদৃশকে বুঝায়। হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) যেহেতু মসিহে ঈসা (আঃ) তেমনি কাশ্মীরও মসিলে শাম।

(৪) মওউদ পুত্র

হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় স্ত্রীর চতুর্থ পুত্র মোবারক আহ্‌মদের জন্মের সময় ১৩ই জুন ১৮৯৯ ইসাব্দে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-কে জানান যে, মোবারক আহ্‌মদ তাঁহার শেষ ঔরসজাত পুত্র "কাফা হাযা" অর্থাৎ "ইনি শেষ।"

কিন্তু ১৯০৩ ইসাব্দে হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) তাঁহার মোয়াহেবুর রহমান পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠায় এক পৌত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লিখেন। "চারিটি পুত্র ছাড়া পঞ্চম পুত্র, যে পৌত্ররূপে জন্মলাভ করার কথা, তাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা আমাকে শুভ সংবাদ দিয়াছেন যে, সে নিশ্চয় কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার সম্বন্ধে আরও একটি ইলহাম হইয়াছিল যাহা "বদর" ও "আল হাকাম" পত্রিকাদ্বয়ে বহু পূর্বে প্রকাশিত হয়। উহা এইরূপ, 'আমি তোমাকে আর এক পুত্রের শুভসংবাদ দিতেছি' যে পৌত্র হইবে। এই পৌত্র আমার তরফ হইতে।" (হকিকাতুল ওহি—২১৮ পৃষ্ঠা)।

১৯০৬ ইসাব্দে হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর নিকট এই সম্বন্ধে ইলহাম হয়—"আমরা তোমাকে এক পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি, যে তোমার পৌত্র হইবে।" (তাজকেরা ২য় সংস্করণ ৫৯৯ পৃষ্ঠা)

পুনঃরায় ১৯০৭ ইসাব্দের অক্টোবর মাসে আরও ইলহাম হয়। যথা :—

১। "আপনার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে" হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) ইহার তাবির করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে উক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।

২। "আমরা তোমাকে এক প্রজ্ঞা ও ধৈর্য্যশীল পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি।"

৩। "সে মোবারক আহ্‌মদের সদৃশ হইবে।"

৪। "হে সাকী! ঈদের আগমন তোমার জন্য মোবারক হউক।" (তাজকেরা—২য় সংস্করণ—৭৩৩ পৃষ্ঠা)।

ইহার পর ১৯০৭ ইসাব্দেই হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর পুত্র হযরত মাহ্মুদ আহ্মদ (রাজিঃ)-এর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার সম্বন্ধে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) লিখেন ঃ

"তদনুযায়ী প্রায় তিন মাস হইল আমার পুত্র মাহ্মুদ আহ্মদ (রাজিঃ)-এর ঘরে এক পুত্র সন্তান হইয়াছে। তাহার নাম রাখা হইয়াছে নসীর আহ্মদ।"

(হকিকাতুল ওহি—২১৮ পৃষ্ঠা)

কিন্তু নসীর আহ্মদ অল্প দিন পরেই মারা যায়।

১৯০৭ ইসাব্দের ৬।৭ নভেম্বর তারিখে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর আর এক ইলহাম হয়—

"আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি॥ 'হে আমার খোদা! আমায় পবিত্র পুত্র দাও।' আমি তোমাকে এক পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি, যাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া। (ইহার অর্থ এই মনে হইতেছে যে, সে দীর্ঘায়ু হইবে) তুমি কি দেখ নাই তোমার রব হস্তী ওয়ালাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

(তাজকেরা ২য় সংস্করণ—৭৩৮ পৃঃ)

শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, নসীর আহ্মদ মওউদ পৌত্র ছিলেন না। কারণ তিনি অল্প বয়সে মারা যান। মওউদ পৌত্র দীর্ঘায়ু হইবার কথা। তদনুযায়ী ১৯০৯ ইসাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাজিঃ)-এর ঘরে হযরত নাসের আহমদের জন্ম হয়। তিনিই দীর্ঘায়ু হইয়াছেন এবং গত নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে খলিফা সালেস নির্বাচিত হন। তাঁহার খেলাফতকালে হস্তী ওয়ালাদের ধ্বংসের সংবাদ আছে। ইহার ফল আল্লাহ্তায়ালাই জানেন।

৫। সেলসেলার উন্নতি

ভবিষ্যৎ ইহার সত্যতা সাব্যস্ত করিবে।

৬। মওউদকে চিনিয়া লইবেন

চিনিয়া লইবার নির্দেশ ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত পুত্রকে চিনিতে ভুল হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে আমরা অত্র প্রবন্ধের প্রথম ইলহাম লিখিত প্রতিশ্রুত পুত্র বলিতে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ)-কে মনে করিতাম এবং বিশ্বাস করিতাম তাঁহার যুগেই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত সকল ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিল যে, 'ভবিষ্যদ্বাণী পুরণের কি হইল?' প্রকৃতপক্ষে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) মুসলেহ্ মওউদ ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুত পুত্র ছিলেন না। এই এক ভুল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয় আশঙ্কা ছিল যাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। নসীর আহ্মদকে প্রতিশ্রুত পুত্র মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিল যে, হযরত নাসের আহ্মদ (আইঃ) প্রতিশ্রুত পুত্র। ইহা এক আশ্চর্যের কথা যে, গত নভেম্বর মাসে তাঁহার খেলাফতের সংবাদ পরিবেশনের সময় অনেক সংবাদপত্র ভুল করিয়া তাঁহার নাম নসীরুদ্দীন আহ্মদ আবার অনেক সংবাদ পত্র নসীর আহ্মদ বলিয়া লিখিয়াছে। এইভাবে প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধে ত্রিবিধ ভুলের আশঙ্কা ছিল বলিয়া পূর্ব হইতেই জানান হইয়াছে যে, 'তাঁহাকে চিনিয়া লইও'।

বন্ধুগণ! আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলি অংশ পূর্ণ হইয়াছে। আজ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর মওউদ পুত্র আমাদিগের মধ্যে তাঁহার ঐশী পরিচয় লইয়া প্রকাশিত। এখন আল্লাহ্তায়ালার নিকট একান্ত বিনীতভাবে দোয়া করিতে থাকুন যেন আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগের নিকট তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ দেখান। আমীন!

★

॥ ধর্মের শত্রু মার্কসবাদ ॥

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে যে সম্পর্ক ধর্ম আর মার্কসবাদের মধ্যেও ঠিক সেই সম্পর্ক। আলো এবং অন্ধকার যেমন একত্র থাকতে পারে না, তেমনি ধর্ম এবং মার্কসবাদেরও একত্র সমাবেশ হতে পারে না। ধর্মের জয় হলে মার্কসবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী, আর মার্কসবাদের জয়ের অর্থই হল ধর্মের পরাজয়। খোদার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস হল ধর্মের প্রাণ, আর মার্কসবাদীদের মতে ইহা বিশ্বমানবতার জন্য আফিং স্বরূপ (Opium to humanity)। সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মদাতা লেনীন বলেন, Aetheism is a inseparable part of Marxism অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদ বা খোদার অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাস মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। (On Religion by Lenin, Peoples Publishing House, January 1944, PP, 27, 28)। কমিউনিষ্টদের মতে পৃথিবী বস্তুর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, এই জন্য কোনও সার্বজনীন সত্তা বা খোদার প্রয়োজন নাই। (A Short History of the Communist Party of the U.S. S. R ; P. P. 105—114)।

পরকালের প্রতি বিশ্বাস, ধর্মের আর একটি অন্যতম বিধান। বিশেষ করে ইসলাম এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের ব্যবস্থায় স্রষ্টার অস্তিত্বের ন্যায় পরকালে বিশ্বাস স্থাপনও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক। ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবনই একমাত্র জীবন নয়, তারা পরকালের অনন্ত জীবনেও দৃঢ় ইমান রাখে। ধর্মহীন কমিউনিষ্ট বা মার্কসপন্থীগণ কেবল Eat, Drink and be merry নীতিতে বিশ্বাসী, আর পরকাল বিশ্বাসী ধার্মীকগণ Here and Hereafter বা ইহকাল এবং পরকালের জীবনে সমান আস্থাবান। কার্লমার্কস বলেন, 'আমাদের কাছে এই জড় জগৎ ছাড়া আর কোনও সত্তা নাই " (Karl Marx - Selected Works, English Edition Vol. 1. P. 435)। অন্যদিকে ইসলামের শিক্ষা হইল, ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখেরাতি হাসানা' অর্থাৎ দুনিয়ার সকল প্রকার মঙ্গল লাভে যেরূপ সচেষ্ট হতে হবে সেইরূপ পর জীবনের সর্ব রকম মঙ্গল লাভের জন্যও চেষ্টা করতে হবে। নাস্তিকের কাছে মৃত্যুই জীবনের চরম পরিণতি আর আস্তিক মুমিনের কাছে মৃত্যু হল নবজীবনের প্রবেশ দ্বার বিশেষ। এই সকল মৌলিক বিরোধের কারণে ধর্ম এবং মার্কসবাদের মধ্যে প্রথম থেকেই সংঘাত চলে আসছে। কমিউনিষ্ট শাসিত প্রত্যেকটি দেশে ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। খোদা এবং ধর্মের বিরুদ্ধে ঐ সকল দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়া নিষেধ। এই আইন অমান্য করলে এক বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। (Criminal Code, Act. 122) সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—Anti religious propaganda is free, religious propaganda is not free. (Constitution 1937. Act. 128) কমিউনিষ্ট ভূমিতে কখনও যাতে ধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য এই সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আহ্‌মদী জামাত সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারে রত আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশে এই ঐশী জামাত বহু মিশন কায়েম করেছে, বহু ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছে, বহু ভাষায় কোরআনের অনুবাদ এবং প্রচার পুস্তক প্রনয়ন ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্বেও আজ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে মিশন স্থাপন সম্ভবপর হয় নাই। ১৯২৪ সালে জমাতে আহ্‌মদীয়া রাশিয়ায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে একজন মিশনারী প্রেরণ করেছিল। কিন্তু সীমান্ত পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে এবং আশ্‌কাবাদ, তাশখন্দ ও মস্কো জেলে দুই বৎসরকাল আটক রাখে। ঐ সময় তাঁর উপর অসহ্য অত্যাচার চালান হয়। জেলখানার বর্বর অত্যাচারের ফলে আহত হয়ে তাঁকে বহুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। জেলের মধ্যে মাসাধিককাল রুটির সঙ্গে কেবল শুকরের মাংস পরিবেশন করায় তাঁকে পানি সহযোগে রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। বন্দী জীবনে রুশ কর্মকর্তাদের কাছে বারবার তাঁকে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তা হল, "বুক হেস্‌ত?" অর্থাৎ, খোদা আছেন? এই প্রশ্ন থেকেই মার্কস পন্থীদের মনোভাব সহজে অনুমান করা যায়। সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মদাতা লেনীন ক্ষমতা দখলের পর সর্বপ্রথমই ঘোষণা করলেন, "বুক নাইত, সবসিম তোয়ারশ" অর্থাৎ, 'খোদা বলতে কিছুই নাই, আমরা সবাই ভাই ভাই।'. খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানবের প্রকৃতিগত স্বভাব। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতা'লা বলেন, 'আলাসতুবি রাব্বিকুম?" অর্থাৎ, প্রত্যেক আদম সন্তানের কাছে আল্লাহ্‌তালা এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, "আমিই কি তোমাদের 'রব' (রব অর্থ কোন বস্তুকে নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়া, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় অন্তরিত করতে করতে পরিণামে পূর্ণতা দান করা।—রাগেব) নহি?" ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তখন সকল মানব প্রকৃতি বলে উঠল, "বালা" অর্থাৎ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"(আরাফ, ১৭৩)।

তাই আমাদের বিশ্বাস মার্কসপন্থীগণ সাময়িকভাবে জয়যুক্ত হলেও অধিককাল পর্যন্ত মানবের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। কেননা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

জমাতে আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে আল্লাতালা জানিয়েছেন যে, রাশিয়ায় অগণিত বালু রাশির ন্যায় আহ্‌মদী জমাত বিস্তার লাভ করবে। (তাজকেরা, ১৪ পৃঃ)। এইরূপ আরও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যাতে দেখা যায় যে, রাশিয়ার শাসনদণ্ড এই জমাতের হাতে অর্পিত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বোখারা প্রভৃতি এলাকায় এই জমাত সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। (তাজকেরা দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জমাতে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জহুর হুসেন সাহেব (রাশিয়ানরা তাঁকে জগুর গুসেন বলে ডাকত) যখন রুশ এলাকায় বন্দী ছিলেন তখন কয়েদীদের মধ্যে কতিপয় লোক আহ্‌মদীয়া মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে এরা সাময়িকভাবে জেলখানায় আবদ্ধ ছিলেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ এলাকার লোক সত্য ধর্মের জন্য অত্যন্ত পিপাষার্ত হয়ে আছে। যেদিন ঐ অঞ্চলে তবলিগের পথ খুলিবে আর জমাতে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগগণ রুহানী খাদ্যসহ ঐ এলাকায় প্রবেশ করবেন তখন ধর্মহারা বঞ্চিতদের দল দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। কিছুকাল যাবত রাশিয়ার নীতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটাকে শুভ লক্ষণই বলা যায়। ইন্‌শাল্লাহ্‌, সেদিন দূরে নয় যেদিন জগৎবাসী খোদার বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখবে।

সকল বিশ্বের রব আল্লারই সমস্ত প্রশংসা।

★

॥ আইয়্যাম্-উস-সোলেহ্ ॥

মুল—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদ—দৌলত আহ্মদ খাঁ খাদিম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন বল আঁ-হযরত (সাঃ) চিহ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে কি অভাব রাখিয়া গিয়াছেন। প্রতিশ্রুত ইমামের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুইটি চিহ্ন থাকিবে বলিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন। একটি এই যে, তাঁহাকে (ঐশী) রহস্যাবলী ও তত্ত্বজ্ঞানরাশি প্রদান করা হইবে এবং তিনি পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ইমান এবং ঐশীজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই সমস্ত চিহ্নের দরুন তিনি মাহ্দী নামে অভিহিত হইবেন। আর দ্বিতীয় চিহ্ন হইল পার্থিব আশিস। তাহা এই যে, তাঁহার হস্তে পার্থিব আশিস সমূহের চিহ্ন প্রকাশিত হইবে, পৃথিবীতে অধিক পরিমাণ সজীবতা ও প্রাণবত্তার সৃষ্টি হইবে, লোক সংখ্যার প্রভূত উন্নতি হইবে এবং লোকে অসময়ের ফল ভোগ করিবে। পৃথিবীর অনেক অংশ কৃষি-সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। পয়ঃপ্রণালী সমূহ প্রবর্তন করা হইবে। হিংস্র জন্তুর সংখ্যা হ্রাস পাইবে, পৃথিবীতে এক স্বস্তি ও শান্তির যুগ আসিবে। এমন কি তখন জীবিত লোকেরা অভিলাশ করিবে যে, যদি সেই সময় তাহাদের পিতৃ-পিতামহগণ জীবিত থাকিত। এক্ষণে দেখ, এই যুগে আমার হস্তে হযরত ইসা (আঃ)-এর ধরণেও চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক পীড়িত ও স্বস্তিহীন লোক সম্বন্ধে আমার দোওয়া কবুল হইয়াছে এবং বহু সংখ্যক সংসার ক্লিষ্ট লোককে দ্বিতীয়বার আশিস মণ্ডিত করা হইয়াছে। আর যেরূপ শত্রুদের সম্বন্ধে মসিহ্‌র দোওয়া সকল প্রভাব করিয়াছিল সেই চিহ্ন-ও এই স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা বিরোধিতার পর আথম কোন আনন্দ দেখে নাই এবং অল্প কিছু সময় তিক্ত জীবনে কিংকর্তব্য-মূঢ় থাকিয়া অবশেষে ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মৃত্যু লাভ করিয়াছে। লেখরামের অবস্থা তথৈবচ হইয়াছে এবং খোদা ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করিয়া মোসলমানদিগকে তাহার কটুক্তি সমূহ হইতে শান্তি দিয়াছেন। এই রূপে (এই) যুগেও মসিহীআশিস স্বীয় প্রভাব দেখাইয়াছে। শিখদের রাজত্বকালে সর্বপ্রকারে মোসলমানদিগকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, এমন কি আযান দেওয়াও নিষেধ করা হইয়াছিল। গরু জবাইর অভিযোগে অনর্থক শতশত মোসলমানকে হত্যা করা হইয়াছে। কৃষকদের কৃষিকার্য্যে শান্তি ছিল না। প্রকাশ্যভাবে ডাকাতি হইত। অনেক ভূমি অনাবাদে পড়িয়া ছিল। সদা সর্বদা দেশ-নির্বাসনের ফলে দেশ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং অরাজকতার ফলে কৃষি কার্য্য বা ফলোৎপাদনের কার্য্যে কোন লাভ ছিল না। যদি চোরদের হাত হইতে কিছু বাঁচিয়াও যাইত তবে শাসকবর্গ তাহা লুণ্ঠন করিত। এখন ইংরেজ রাজত্বে সেই যুগ পাল্টাইয়া গিয়াছে এবং প্রকৃতই এইরূপ শান্তি হইয়াছে যে, বাঘ এবং ভেড়া একই স্থানে বাস করিতেছে এবং সাপের সঙ্গে শিশুরা খেলা করিতেছে। মাটি খুব আবাদ হইয়াছে, ফল এরূপ প্রচুর হইয়াছে যে, কোন কোন ফল প্রায় বার মাস থাকে এবং ভ্রমণ এরূপ সহজ সরল হইয়াছে যে, রেলগাড়ী সমস্ত কষ্টের অবসান

করিয়া দিয়াছে। তারযোগে অস্বাভাবিক ধরণের সংবাদ আসিতেছে। রোগীদের জন্য অতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সৃষ্টি হইয়াছে। পয়োঃপ্রণালী সমূহের প্রবর্তন হইয়াছে। পাহাড় সমূহের ভ্রমণ অতি সহজ হইয়াছে এবং পারিপারিক জীবনকে সহজ-সরল করিবার জন্য শত শত যন্ত্র আবিস্কৃত হইয়াছে এবং শত শত রকমের কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। এখন কোন বুদ্ধিমান লোক এই সময়ের কথা ভাবিয়া তাহাদের পিতা-পিতামহের যুগকে আপশোষের দৃষ্টিতে দেখিবে যাদের ভ্রমণের জন্য পাকা সড়কও ছিল না। অশ্বারোহনে পঁচিশ ক্রোশ ভ্রমন করা হাজার ক্রোশের সমান ছিল। রৌদ্রে (সর্বদেহ) ঘর্মাক্ত হইত। গ্রীষ্ম-কালে অশ্বারোহণে বা পদব্রজে এরূপ ভ্রমণ মৃত্যু (তুল্য) হইত। এখন তো ইহা এক বসন্তকাল; কেননা অতি আরামের সহিত রেলগাড়ীতে বসিয়াছেন, শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, স্থানে স্থানে জল এবং পানাহারের জিনিস বিদ্যমান আছে। বসিয়া বসিয়া সকল বস্তু এবং বনানীর মনোরম দৃশ্যাবলী দেখিতেছেন; যেন একটি দৃশ্যপট আর কি! যে যেরূপ অর্থ ব্যয় করে, রেলপথে তার জন্য ততই আরামের ব্যবস্থা আছে। মোটের উপর, যদি বর্তমানকালে পৃথিবীর কৃষ্টির (জীবন-যাপন প্রণালীর) উপর দৃষ্টিপাত করা যায় তবে দেখা যাইবে হাজার হাজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং অগণিত পার্থিব আশিস অবতীর্ণ হইয়াছে। সর্বোপরি রাজ্যে অত্যন্ত শান্তি বিরাজ করিতেছে। আইন-কানুণের অনুসরণের অধীনে শাসিত ও শাসক সমানাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। আধিপত্য প্রদর্শনের অনুমাত্র চিহ্নও নাই। সুতরাং এই সেই যুগ যে যুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র সময়ে এরূপ যুগ আসিবে এবং এরূপ পার্থিব আশিস এবং পার্থিব শান্তির সৃষ্টি হইবে।

হাদিস সমূহে মসিহ্ মওউদের প্রতি এই সমস্ত আশিস এই জন্য আরোপিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র চিরাচরিত প্রথা এই যে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীতে আশিস প্রকাশ করণার্থে প্রেরণ করেন। তাহার যুগে যত আশিসই প্রকাশিত হউক না কেন তা তাঁহার হস্তে প্রকাশিত হউক বা অপর কাহারও হস্তে প্রকাশিত হউক উহা তাঁহার প্রতিই আরোপিত হইয়া থাকে। কেন না, তাঁহার পবিত্র ব্যক্তিত্বের কারণে পৃথিবীতে সর্বপ্রকার আল্লাহ্‌র আশিস নামিয়া আসে সুতরাং সেই সমস্ত আশিস তাঁহার কারণেই হয় বটে। যদি প্রথমাবস্থায় পৃথিবী ইহা চিনিতে না পারে; কিন্তু পরে চিনিয়া ফেলে। আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, অন্যান্য মানুষের তুলনায় মানুষের সুখ এবং আশিসের ব্যাপারে আমার দোওয়া সমূহ, আমার মনঃ-সংযোগ এবং আমার অস্তিত্বের অধিকতর দখল আছে। এই সমস্ত ব্যাপারে আমার সমকক্ষতা করিতে পারে এরূপ কেহ নাই, আর করিলে খোদা তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। আমার সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন:—

ما كان ليعذبهم و انت فيهم ٥

খোদা এরূপ নহেন যে, তুমি আছ এমন জাতি এবং রাজ্যকে আযাব দিবেন এবং আল্লাহ্ আবার বলিতেছেন:—

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
انه اوى قرية ٥

এই এলহামে যদিও এখনও গূঢ় রহস্য রহিয়াছে তথাপি বাহ্যিক শব্দ দ্বারা যেরূপ বুঝা যায় তাহাতে ইহার অর্থ এই হয় যে, যে গ্রামে তুমি আছ খোদা ইহাকে প্লেগ এবং ইহার অনিবার্য্য বিপদাবলী হইতে রক্ষা করিবেন। মোটের উপর ইহা সেই পার্থিব আশিস যাহা হযরত ইসা (আঃ)-কে দেওয়া হইয়াছিল

অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে বড় গুণ এই ছিল যে, মনোবল, মনঃ-সংযোগ এবং দোওয়ার প্রভাবে মনুষ্য জাতির সাধারণ সুখ-সুবিধায় সৃষ্টি হইত। অতএব এই গুণাবলীই এই অধমকে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই জন্য বারাহীনেও এই এলহাম আছে:—

امراض الناس و برکاته ٥

আর এক এলহামও আছে:—

یا مسیح الخلق عدوانا ٥

অর্থাৎ—মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত হে মসিহ্, প্লেগের নিরসন কল্পে দোওয়া কর। সুতরাং স্মরণ কর সেই সময় আসিবে; বরং নিকটবর্তী, যখন লোকে সেই সমস্ত আশিস অধিক পরিমাণে দেখিবে।

এক্ষণে এই যে যুগ যাহাতে আমি বিদ্যমান আছি, এইটি এরূপ এক যুগ যে ইহাতে দুই রকমের আশিস ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিতেছে এবং এইগুলি এইরূপ শ্রেণীর যে, যদি পূর্বকালে এই নজিরের অনুসন্ধান করা হয় তবে কস্মিন কালেও তাহা পাওয়া যাইবে না। (১) প্রথম পার্থিব আশিস যাহা দেখা উচিত তাহা এই যে, আজ মনুষ্যজাতির অবস্থান, ভ্রমণ, স্বাস্থ্য, রোগ, খোরাক পোষাকের ব্যাপারে কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এবং কি পরিমাণ শান্তি লাভ হইয়াছে। আমাদের সেই সমস্ত পুরুষ যাঁহারা আজ হইতে দুইশত বৎসর পূর্বে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কি এরূপ সুখ পাইয়াছিলেন? (২) দ্বিতীয় আশিস আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্পর্কিত। সুতরাং দেখিতে হইবে, এই যুগে যেরূপ সহস্র সহস্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ধর্মনৈতিক রহস্যের উদ্ঘাটন হইয়াছে, কোরাণের তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ের কি পূর্বে কোন চিহ্ন ছিল? এবং এই দুই প্রকারের আশিস হাদিস সমূহে প্রতিশ্রুত ইমামের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। কেননা, প্রকৃত পক্ষে তত্ত্বাবৎ আশিসরাজির কর্তা হইলেন খোদা এবং খোদা কেবল মাত্র ইমামের যুগকে আশিসমণ্ডিত করিবার জন্য এই সমস্ত আশিস প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত আশিসাবলীর এক (শ্রেণীর) তো সেই গুলি যাহা প্রতিশ্রুত ইমামের মধ্যবর্তিতায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে এবং দ্বিতীয় (শ্রেণীর) হইল ঐ সমস্ত তাঁহার যুগে প্রকাশিত হইয়াছে এবং খোদার নিকটে এই দুই শ্রেণীর আশিস একই উৎপত্তি স্থল হইতে (নির্গত) বটে।

এক্ষণে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, পৃথিবীতে প্রকাশিত এই সমস্ত আশিস দুই প্রকারের। এক প্রকার হইল ঐগুলি যাহা হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজা-সদৃশ, কেননা তাঁহার অধিকাংশ মো'জেজা পার্থিব ধরণের ছিল। * ঐ সমস্ত আশিসের দ্বিতীয় প্রকার হইল ঐগুলি যাহা আমাদের রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক মো'জেজা সদৃশ। কেননা তাঁহার কার্য্য ছিল রহস্যাবলী, তত্ত্ব-জ্ঞানরাজি এবং ঐশী-জ্ঞান নিচয়ের বিস্তার এবং তাঁহার

---

* যেহেতু হযরত ইসা (আঃ)-এর মনোবল এবং মনঃসংযোগ পার্থিব আশিসাবলীর প্রতি অধিক পরিমাণে গুপ্ত ছিল সেইহেতু তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে ইহার এই প্রভাব হইল যে, ক্রমে ক্রমে তাহারা তো একেবারে ধর্ম-বর্জিত হইয়া; পড়িল কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা বাণিজ্য কৌশল, কৃষিবিদ্যা, নৌ-চালনা-বিদ্যা, রেল-চালনা-বিদ্যা প্রভৃতিতে তাহারা অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে ধর্মনৈতিক গভীর তত্ত্বাবলী মোসলমানদের অংশে পড়িল এবং (মোসলমানগণ) পার্থিব ব্যাপারে পশ্চাদপদ হইয়া পড়িল। আধ্যাত্মিক আশিস রাজির স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ কোরআন শরীফকেও আঁ-হযরত (সাঃ)-কে এক স্থায়ী মোজেজা-স্বরূপ দেওয়া হইল। সমস্ত ধর্ম নৈতিক তত্ত্বের সমষ্টি কোরান এই আয়েতের কারণে।

দোওয়া, মন্ত্রঃসংযোগ এবং মনোবল এই কার্য্যই করিতেছিল। সুতরাং এই যুগে রহস্যাবলী, তত্ত্বজ্ঞান-রাজি এবং ঐশীজ্ঞান নিচয় বিস্তৃত হইতেছে এবং এই দুই প্রকার আশিস অর্থাৎ শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক সাধারণভাবেও পৃথিবীতে প্রসারিত হইতেছে। অর্থাৎ মাধ্যমের সহায়তায় এবং বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ মাধ্যমের সহায়তা ব্যতীরেকে প্রতিশ্রুত ইমামের দ্বারা অনুষ্ঠীত হইতেছে। অতএব যেহেতু পার্থিব আশিস-রাজির ইসা-গুণ-বিশিষ্ট মানুষের বিকাশের প্রয়োজন ছিল এবং আধ্যাত্মিক আশিস রাজির মোহাম্মাদী গুণ-বিশিষ্ট মানুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল এবং খোদা একত্ব পছন্দ করেন, বিভেদ নয়। তজ্জন্য তিনি এই দুই মর্য্যাদাই একজন মানুষের মধ্যে একত্র করিয়া ছিলেন যেন দুই জনের আবির্ভাব বিভেদের কারণ না হয়। সুতরাং একই ব্যক্তি একদিকে ইসা (আঃ)-এর মজহর (বিকাশ) এবং অপরদিকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিকাশ হইয়াছেন এবং لا مهدی إلا عیسی (ইসা ব্যতীত কেহই মাহ্‌দী নহেন—অনুবাদক) এই হাদিসের গুঢ় তাৎপর্য্য ইহাই। আর এই কারণেই ইমামতের (নেতৃত্বের) কার্য ইমাম মাহ্‌দীর প্রতি ন্যস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং কত্‌লে দজ্জাল (দজ্জাল বধে)-এর কার্য মসিহ্‌র উপর ন্যস্ত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইমামত আধ্যাত্মিক ব্যাপার সমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইহার ফলে স্থায়ীত্ব, ইমামের শক্তি, তত্ত্বজ্ঞান এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুসরণে লাভ হয়। এই সমস্তই পারত্রিক আশিস বটে। এই কারণেই এইরূপ আশিসরাজি মোহাম্মদীয়া আশিসের অন্তর্ভুক্ত এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে দজ্জালের যাকজমক বিলুপ্ত করা যাহা কত্‌লে (বধ) শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা পার্থিব আশিস রাজির অন্তর্ভুক্ত। কেননা শত্রুর উন্নতি হ্রাস করিয়া ইহাকে বধের মত বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল পার্থিব কার্য্যাবলীর মধ্যে একটি সমাদর যোগ্য কার্য্য এবং এইরূপ কার্য্য ইসা সুলভ আশিসারাজির অন্তর্ভুক্ত বটে।

এক্ষণে যদি এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আমরা কি করিয়া জানিব যে, ইসা-সুলভ আশিস এবং মোহাম্মদী আশিসরাজি বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত এই দুই প্রকারের আশিস প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর দাবীদার আপনার মধ্যে একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে এবং কি করিয়া আমরা শুধুমাত্র দাবীকেই গ্রহণ করিতে পারি? তবে ইহার উত্তর এই যে, এই সমস্ত আশিসকে আল্লাহ্ জাল্লা সানুহু (মহামহিমান্বিত) মাত্র অহেতুক দয়া ও করুণা-বশতঃই আমার মধ্যে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন এবং আমি বড় দাবী করিয়া বলিব আমি এই দুই প্রকারের আশিসের সমাবেশ বটে এবং আজ পর্যন্ত আমার দ্বারা যে সমস্ত ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে তত্তাবৎ এই দুইপ্রকার আশিসারাজি সমন্বিত বটে। এই কথা তো জানা আছে যে, মোহাম্মাদী আশিস হইল তত্ত্ব-জ্ঞান রহস্য এবং সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উদ্ঘাটন, ব্যাপকার্থ-বোধক, বাগ্মিতা-পূর্ণ এবং প্রাঞ্জল-বাণী। আমার গ্রন্থাবলীতে এই সমস্ত আশিসের ভূরি-ভূরি নিদর্শন বিদ্যমান আছে। বারাহীনে আহ্‌মদিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে কোন শিক্ষক না থাকা সত্বেও খোদাতা'লা আমার মুখ দিয়া যেরূপ ধর্ম-নৈতিক রহস্যাবলী এবং সূক্ষ্ম বিষয় নিচয় নির্গত করাইয়াছেন এবং সাহিত্য পাঠ না করা সত্বেও আমার (রচিত) আরবীতে যেরূপ বাগ্মিতা এবং প্রাঞ্জলতার নমুনা দেখাইয়াছি ইহার যদি কোন নজীর থাকিয়া থাকে তবে কেহ তাহা উপস্থিত করুক। কিন্তু ন্যায়ানু-গতার জন্য প্রথমে বারাহীনে আহ্‌মদীয়া হইতে ফরিয়াদে দর্দ্দ অর্থাৎ কিতাবুল বালাগ পর্য্যন্ত আমার রচিত সমস্ত গ্রন্থাবলী প্রথমে দেখিয়া লউক এবং তৎসমুদয়ে যেরূপ জ্ঞান এবং বাগ্মিতার নমুনা উপস্থিত করা হইয়াছে,

সেইগুলি মনে রাখুক এবং তারপর অন্যান্য লোকের গ্রন্থাবলী খুজিয়া দেখুক এবং আমাকে দেখাইয়া দিক এই সমস্ত বিষয় অন্যান্য লোকের গ্রন্থাদিতে কোথায় এবং কোন স্থলে বিদ্যমান আছে আর যদি কেহ এরূপ দেখাইতে না পারে তবে প্রমাণিত হইবে যে, বর্তমান কালে মোহাম্মদী আশিসাবলী অস্বাভাবিকরূপে আমাকে প্রদান করা হইয়াছে যাহার জন্য প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী হওয়া আমার আবশ্যক। কেননা যেরূপ খোদাতা'লা কোন মানুষের মধ্যবর্তিতা ব্যতীরেকে এই সমস্ত আশিস আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দান করিয়াছিলেন যাহার কারণে তাঁহার নাম মাহ্‌দী হইয়াছিল অর্থাৎ কোন মানুষের মধ্যবর্তিতা ব্যতীরেকে মাত্র খোদার হেদায়েত (নির্দ্দেশ) তাঁহাকে এইগুণে গুণান্বিত করিয়াছিল। সেইরূপ কোন মানুষের মধ্যবর্তিতা ব্যতীরেকে আমাকে এই সমস্ত আশিস প্রদান করা হইল এবং ইহাই প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর লক্ষণ এবং মাহ্‌বুইয়্যাতের প্রকৃত মর্ম। বাকী রহিল ইসা-সুলভ আশিস রাজি। ইহা দ্বারা তাঁহার দোওয়া ও মনঃসংযোগের ফলে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি দেওয়া, রোগ হইতে আরোগ্য দান করা। শত্রু-নিচয় হইতে নিস্তার লাভ করা, ক্ষুৎপিপাসা হইতে মুক্ত করা এবং সাধারণ পার্থিব কল্যাণ-রাজির সৃষ্টি হওয়ার কারণ হওয়া বুঝায়। অতএব আমি এই বিষয়েও পূর্ণ দাবীর সহিত বলি যে, আমার মনোবল, দোওয়া, এবং মনঃ-সংযোগ দ্বারা লোকে যেরূপ আশিস লাভ করিয়াছে, অপর লোকদের মধ্যে কখনও ইহার তুলনা পাওয়া যাইবে না এবং শীঘ্র খোদাতা'লা আরও অনেক নমুনা প্রকাশ করিবেন এমন কি, বিরুদ্ধবাদীকে অতি অনন্যোপায় হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি বার বার বলিতেছি যে, ইসা-সুলভ আশিস এবং মোহাম্মাদী আশিস এই দুই প্রকার আশিসই আমাকে দেওয়া হইয়াছে। আমি খোদাতা'লা হইতে এই বিষয়ে জ্ঞান-লাভে অবগত হইয়াছি যে, পৃথিবীর বিপদাপদের বেলায় আমার দোওয়া যেরূপ ফলপ্রসূ হইতে পারে অপর লোকের কখনও সেরূপ হইতে পারে না এবং ধর্ম-নৈতিক এবং কোরাণ-সংক্রান্ত যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান এবং রহস্যাবলী উপযুক্ত বাগ্মীতা এবং প্রাঞ্জলতার সহিত আমি লিখিতে পারি, তাহা অপরে কখনও পারেনা। পৃথিবীর সমস্ত লোক একত্র হইয়াও আমার এই পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে আমারই বিজয় হইবে। *

যদি সমস্ত মানুষ আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তবে খোদার কৃপায় আমার পাল্লা ভারী থাকিবে। দেখ, আমি পরিষ্কার এবং খোলাখুলিভাবে বলিতেছি "হে মোসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে এখন ঐ সমস্ত লোক বিদ্যমান আছে যাহারা মোফাস্‌সের এবং মোহাদ্দেস্‌ নামে অভিহিত হন এবং কোরাণের জ্ঞান ও তত্ত্ব সমূহ অবগত থাকিবার দাবীদার এবং বাগ্মীতা ও প্রাঞ্জলতারও ধারক ও বাহক হইবার কথা বলেন। আর ঐ সমস্ত লোকও বিদ্যমান আছে যাহারা ফকীর বলিয়া কথিত হন এবং চিশতী, কাদেরী, নকশবন্দী, সোহরাওয়ার্দী ইত্যাদি নামে নিজদিগকে অভিহিত করেন। উঠ, এখন তাহাদিগকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করাও॥ যদি আমি আমারই দাবীতে মিথ্যা সাব্যস্ত হই যে, এই দুই গুণ অর্থাৎ ইস্‌বী এবং মোহাম্মাদী গুণাবলী আমার মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং যদি আমি সেই ব্যক্তি না হই যাঁহার মধ্যে এই দুই গুণ একত্র হইবে এবং জুল বরুজাইন হয় তবে আমি তাহাদের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইব এবং জয়ী হইব না। খোদার কৃপায় আমাকে ইস্‌বী

* মহোৎসবের জলসায় ও ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমার প্রবন্ধ অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা মূলক ভাবে পাঠ কর।

গুণের ধরণের পার্থিব আশিস সংক্রান্ত কোন চিন্তা প্রদর্শনের শক্তি দেওয়া হইয়াছে। *

অথবা মোহাম্মাদী গুণের ধরণে তত্ত্বজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ এবং শরীয়তের গূঢ় রহস্যাবলী বর্ণনা করি এবং বাগ্মীতার ক্ষেত্রে বক্তৃতা শক্তি পরিচালিত করি এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, এখন খোদার কৃপায় এবং মাত্র তাঁহারই ইচ্ছায় পৃথিবীর মধ্যে আমি ব্যতীত আর কাহারো মধ্যে এই দুই নিদর্শনের একত্র সমাবেশ নাই। পূর্ব হইতেই লিখিত হইয়াছিল যে, এই দুই নিদর্শনের একত্র সমাবেশ একই ব্যক্তি হইবেন যিনি আখেরী জমানায় পয়দা হইবেন এবং তাঁহার অজুদের (ব্যক্তিত্বের) অর্দ্ধাংশ ইসবী গুণান্বিত এবং অর্ধাংশ মোহাম্মদী গুণান্বিত হইবে। সুতরাং আমি-ই সেই (ব্যক্তি) যাহার দেখিবার ইচ্ছা আছে দেখুক, যাহার পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে, পরীক্ষা করুক। আশিসপ্রাপ্ত হইবে সেই ব্যক্তি যে, এখন কার্পণ্য করে না এবং অতি হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে, আলো পাইয়াও অন্ধকার বাছিয়া লয়।

এখন আমি কোন প্রকার গর্ব করিবার জন্য এই মর্য্যাদা উপস্থিত করি না কেননা গর্ব করা আমার কাজ নয়। আমি সেই রৌদ্র সদৃশ যাহা সূর্য্য হইতে নীচে নামিয়া আসে এবং পুনরায় সূর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। বরং আমি সেই জন্য উপস্থিত করিতেছি যে, কুধারণা পোষণের ফলে গোটা দুনিয়াটা নষ্ট হইতে চলিয়াছে। মানুষ এরূপ এক মসিহ্‌র আগমনে প্রতীক্ষা করিতেছে পৃথিবীতে যাহার আগমন খত্‌মে নবুওয়ত, কোরাণ, প্রাচীন প্রথা, এবং (মানব) বুদ্ধির পরি পন্থী। ফেরেশতাদের সঙ্গে দৃশ্যমান ভাবে অবতরণ কোরাণের ঐ সমস্ত আয়াতের বিরোধী যাহাতে বলা হইয়াছে যে যখন ফেরেশতা দৃশ্যমান ভাবে অবতরণ করিবে এখন ইমান কোন ফল প্রসব করিবে না। খৃষ্টীয় রাজত্বকালে মসিহর আগমন আবশ্যক ছিল বটে যেমন হাদিসে يكسر الصليب (তিনি শূল ভঙ্গ করিবেন) কার্য বুঝায়। এখন পাঞ্জাবে খৃষ্টীয় রাজত্বের ষাট বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে এবং এই জাতির উন্নতির যুগে মসিহ্‌-এর আগমন আবশ্যক ছিল যাহাদের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অধিকাংশ অন্যান্য কার্য্য অগ্নিদ্বারা নিষ্পন্ন হইবে এবং সেই কারণেই তাহারা ইয়াজুজ মাজুজ বলিয়া কথিত হইবে। এখন লক্ষ্য কর, দীর্ঘকাল হইতে এই জাতির প্রাধান্য এবং উন্নতি প্রকাশিত হইয়াছে, ভাবুকগণ চিন্তা করুক। আর মসিহ্‌ মওউদের আগমন শতাব্দীর শীর্ষভাগে হওয়া আবশ্যক ছিল, অথচ শতাব্দীরও পনর কুড়ি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই বিপদ-গ্রস্ত শতাব্দীর প্রতি আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, বিরুদ্ধবাদিগণের কথায় কোন মোজাদ্দেদের আবির্ভাব ঘটে নাই, যিনি বর্ত্তমান কালের অশান্তি-সমূহের নিরসন কল্পে দণ্ডায়মান হইবেন। সুতরাং মাত্র মানুষের প্রতি সহানুভূতির কারণেই দলিল প্রমাণসহ এই দাবী পেশ করা হইল যেন খোদার কোন দাস এতদ্বিধায় চিন্তা করে এবং মৃত্যুর ডাক আসিবার পূর্বেই খোদার ইচ্ছাভিলাসের অনুসারী হয়। যখন খোদার বাণী এবং রসুলের বাণী যে সময় (তারস্বরে) ঘোষণা করিতেছে যে, একজন সত্যবাদী আসিবে ঠিক সেই সময় মিথ্যা দাবী করা

---

* ইস্‌বী সংক্রান্ত যে সমস্ত নিদর্শন আছে অর্থাৎ পার্থিব আশিসের নিদর্শন, তাহার অনেকগুলি খোদাতালা আমার হাতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমার কোন কোন পুস্তকে আমি এইগুলি বিস্তারিত লিখিয়াছি এবং কোন কোন নিদর্শন এরূপ আছে যাহা এখনও লিখিত হয় নাই। কিন্তু খোদার কৃপায় ইহা এক ব্যাপক ক্ষেত্র। যদি আশ্বাস লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ একত্রিত হয় তবে সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রকাশ হইতে পারে।

কি কোন মানুষের কাজ এবং সেই সময় তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কোন কোন সত্যবাদীরও আগমনও না হওয়া? অপরদিকে খোদার নির্ধারিত মৌসুম এবং সময় প্রাতঃসমীরণের মত সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা কোন সত্যবাদীর আগমনের সময়, মিথ্যাদাবী করা মিথ্যুকের সময় নয় কেন না খোদার আত্মসম্মান জ্ঞান কখনও মিথ্যাদাবী কারককে সত্যবাদীর সময় এবং লক্ষণ সমূহ হইতে লাভবান হইবার সুযোগ দেয় না। শতাব্দীর শীর্ষভাগে যাঁহার আগমন হইবার কথা, সেই সত্যবাদী কোথায়? খৃষ্ট ধর্মের প্রাধান্যের সময় যাঁহার আগমন করা উচিত সেই সত্যবাদী কোথায়? সেই সত্যবাদী কোথায় যাঁহার সত্যতায় রমজান মাসের চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রকণ সাক্ষ্য দিয়াছে? সেই সত্যবাদী কোথায় যাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য স্বরূপ জাভায় অগ্নি নির্গত হইয়াছিল। সেই সত্যবাদী কোথায় যাঁহার আবির্ভাবের লক্ষণ প্রকাশ করিবার জন্য ইয়াজুজ মাজুজ জাতির উত্থান হইয়াছে, অর্থাৎ সেই জাতির উত্থান হইয়াছে যাহারা সমস্ত কার্য্যে نار। অর্থাৎ অগ্নি কার্য্যে লাগায়? তাহাদের যুদ্ধ সমূহ অগ্নি দ্বারা হয়, তাহাদের ভ্রমণ অগ্নিদ্বারা। তাহাদের সহস্র সহস্র কলকারখানা অগ্নিদ্বারা পরিচালিত হয়। সেই জন্য খোদাতা'লা তাঁহার পবিত্র গ্রন্থাবলীতে তাহাদের নাম আগ্নেয় জাতি, ইয়াজুজ মাজুজ রাখিয়াছেন যাহারা জলের ধারে বাস করে এবং অগ্নি দ্বারা কার্য্য চালায়।

এক্ষণে বল যে, সত্য মসিহ্‌ এবং সত্য মাহ্‌দীর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে সেই প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ কোথায়? খোদার প্রতিশ্রুতি কি ব্যর্থ হইয়াছে? কখনও নহে বরং তিনি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন, যাহাকে তোমরা চিনিলে না, তিনি অগ্নির অধিকারীদের সঙ্গে অগ্নি দিয়া নহে বরং সেই জল দ্বারা লড়িবেন যাহা উপর হইতে আসে এবং হৃদয়ে সত্যের বীজ উদ্গম করে এবং পিপাসার্তদিগের উপর শান্তি বর্ষণ করে। (ক্রমশঃ)

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

এরাই অনুকরণীয়ঃ

সংবাদ পত্রে ইদানিং একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যাতে জনৈক বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভার ও জনৈক পুলিশের সততার উজ্জল দৃষ্টান্ত মিলে। পরে খবরটি রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের বুনিয়াদি গণতন্ত্রের আসর হতেও প্রচারিত হয়। সংক্ষেপে সংবাদটি হলোঃ

গত সোমবার রাত সাড়ে নয়টার সময় জনৈক বেবী ট্যাক্‌সি ড্রাইভার একজন ট্রাফিক পুলিসসহ কোতোয়ালী থানায় উপস্থিত হন। ড্রাইভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট একতাড়া একশত টাকার নোট সমর্পণ করেন। নোটগুলি তাহার বেবী ট্যাকসিতে কোন যাত্রী ভুলক্রমে ফেলিয়া যায়। ফেলিয়া যাওয়া নোটের বাণ্ডিলের প্রতি তাহার নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্মরত ট্রাফিক পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর তাহারা উভয়ে মালিকের সন্ধানে কিছুক্ষণ ইতঃস্তত ছুটাছুটির পর থানায় গমন করেন।

এদিকে টাকার মালিক সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হন। রাত দশটার দিকে তিনি 'ইত্তেফাক' অফিসে টেলিফোনে খবর দেন যে, তিনি নিউমার্কেট হইতে বকশী বাজার যাওয়ার পথে বেবী ট্যাক্সিতে শত টাকার নোটের একটা বাণ্ডিল ফেলিয়া গিয়াছেন। হারানো খবরটা ছাপাইবার জন্য তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন।

অতঃপর রাত সাড়ে দশটার সময় কোতোয়ালী থানা হইতে 'ইত্তেফাক' অফিসে খবর দেওয়া হয় যে, বেবী ট্যাক্সিতে মোটা অঙ্কের কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং সেটা থানায় জমা দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যাপারে হারানো প্রাপ্তির খবর ছাপাইবার অনুরোধ করা হয়। অতঃপর উভয় পক্ষের সঙ্গে টেলিফোনে আরও আলাপ আলোচনার পর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য যে, টাকা পাওয়ার পর কিছুসংখ্যক লোক ট্রাফিক পুলিস ও ড্রাইভারকে টাকাটা লইয়া সরিয়া পড়ার 'সদুপদেশও' দেয়। কিন্তু পেশা ও অবস্থা যত তুচ্ছই হউক, হৃদয় যেখানে আকাশের ন্যায় উদার সেখানে কোন লোভ এবং প্ররোচনাই সে হৃদয়কে ছোট করিতে পারে না।

ঘটনার প্রায় ১৫ ঘণ্টা পর বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তার ঐ সময়কার মানসিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে চারি সন্তানের জনক ড্রাইভার আবদুর রাজ্জাক (৩৫) বলেন: বিবির নিকট তিনি ওয়াদা করিয়াছেন যে, হারাম রুজি ঘরে নিবেন না এবং বাল বাচ্চাদের হারাম রুজি খাওয়াইবেন না। একই প্রশ্নে সুঠাম দেহী সাদা পোশাকের ট্রাফিক পুলিস ইউনুস মিয়া বলে: পরলোকগত পিতার নিকট তিনি হলফ করিয়াছেন যে, পুলিশের চাকুরী করিলেও কখনও হারাম পথে যাইবেন না।

ঘটনার শেষ পর্যায়ে গতকাল (মঙ্গলবার) পূর্বাহ্নে কোতোয়ালী থানার কর্তৃপক্ষ বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভার ও ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতিতে মালিকের নিকট দশ হাজার টাকার বাণ্ডিলটি প্রত্যর্পণ করেন।

বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভার জনাব আবদুর রাজ্জাক ও পুলিশ জনাব ইউনুস মিয়া জাতির সামনে সততার যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তজ্জন্য তারা শুধু আমাদের নিকটই ধন্যবাদের পাত্র নহেন, আল্লাহ্‌র দরবারেও তাদের স্থান উচ্চে হবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান জমানায় বলতে গেলে মানুষ টাকাকে খোদার চেয়ে বড় আসনে বসিয়েছে। অর্থ উপার্জনের জন্য যে কোন হীন পন্থা গ্রহণ করতে কোনই দ্বিধা সংকোচ বোধ করে না। ফলে চারিদিকে রোজ আমরা হীনতা ও দীনতার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। চুরি, জোচ্চারী, ফাঁকি, ঠকামি ইত্যাদি সমাজ দেহে বেশ শক্ত শিকড় গেড়ে বসেছে। এমনি অবস্থায় অযাচিতভাবে ১০,০০০৲ টাকা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও যাঁরা মালিককে খুজে বেড়ান তাঁরা আমাদের সামনে নিজের জীবন দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তাঁরা আমাদের মহৎ জীবনের প্রেরণার উৎস। চারিদিকের ঘন অন্ধকারে তাঁরা যেন আলোর প্রদীপ।

কোরআন করীমের শিক্ষা, ইসলামের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সততা প্রকৃত মোমেনের জিন্দেগীর একটি প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে বর্তমান মোসলেম সমাজ ইসলামি আদর্শ হতে কত দূরে। এখানে আরো একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও প্রয়োজন বোধ করছি। কোন কালেই অধঃপতিত লোক দ্বারা কোন মহৎ জাতি গড়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতেও তা' কখনও সম্ভবপর হতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ শুদ্ধ সুন্দর হয়ে উঠলেই জাতিও মহান হয়ে ওঠে ইতিহাসের এই সত্যকে হেলা করে আমরা কখনও বড় হতে পারব না। ফাঁকি দিয়ে, অসাধুতার আশ্রয় নিয়ে যদি মহান জাতি গড়া সম্ভব হতো তবে দুনিয়াতে নবী রসুলদের আগমনের তেমন কোন প্রয়োজন হতো বলে মনে হয় না। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে খাঁটি মানুষ করে গড়ে তোলা। তাঁদের শিক্ষা, আদর্শ ও আমলকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলনের মধ্যেই রয়েছে মহান জাতি গড়ে তোলার ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিভূমি যাতে ধ্বসে না পড়ে সে জন্য সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে যারা সততার উদাহরণ পেশ করেন তারা সম্মানের ভাগী হন। আর যারা হীনতা দীনতার উদাহরণ পেশ করে তারা করুণার পাত্র বলে গণ্য হয়।

★

॥ আহ্‌মদী জগৎ ॥

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছাইব।" —ইলহাম, হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)

সংগ্রহ ঃ—এ. টি. চৌধুরী

(১) লণ্ডন হইতে প্রকাশিত জমাতের পত্রিকা The Muslim Herald, February 1966 সাখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বয়েত করিয়া সিলসিলায় দাখিল হইয়াছেন। ১। Miss Jean Mecleary ২। Mrs. Pomela Joan Ahmad ৩। Mrs Joyce Bloch ৪। Mr. M. S. Bloch ৫। Mr. M. A. Bhatti ৬। Miss Zarina Awan ৭। Mr. Shabir Hossain Khan ৮। Mr. Yaqoob Ali Marham ৯। Mrs. Yakub Ali ১০। Mr. Kalim Anwar. গত রমজানে লণ্ডন মসজিদে Mr. A. Dean, Captain Chema এবং Mr. Aslam Javed ইতেকাফে বসেন। এই বৎসর মসজিদে যায়গার অভাবে লণ্ডনের wandsworth Town Hall-এ ঈদুল ফেত্‌রের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৪০০ শত লোক এই ঈদের জমাতে অংশ গ্রহণ করেন।

(২) রাবওয়া হইতে প্রকাশিত তাহ্‌রিকে জাদিদ পত্রিকার খবরে প্রকাশ, স্পেনের মোবাল্লেগ মোকররম করম এলাহী জাফর বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রচার পুস্তক দিয়াছেন। Polma de Mallorca-এর নূতন আহ্‌মদী মিঃ মোবারক আহ্‌মদ একমাস মিশন হাউসে থাকিয়া নমাজ ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩) হল্যাণ্ড মসজিদে সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও ২টি সভার আয়োজন করা হয়। ইমাম সাহেব ইসলাম সম্বন্ধে ৬টি সহরে বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ডাচ রেডিও হইতে আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে অর্ধ ঘণ্টার একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হইয়াছে। একজন ইসলাম কবুল করিয়া সিলসিলায় দাখিল হইয়াছেন।

৪। পশ্চিম জার্মানীর মিশনারী ইনচার্জ Friedrichsstadt এবং হামবুর্গ মসজিদে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছেন। Mr. M. J. Czolsch ফ্রাঙ্ক ফোর্ট মসজিদে দুইটি বক্তৃতা এবং মোকররম আনওয়ার সাহেব Disseldorf-এ একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। নুরেমবার্গ মিশনের সদস্যগণ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে মিলিত হইতেছেন।

৫। সুইজারল্যাণ্ডের মিশনারী ইনচার্জ মোকররম বাজওয়া সাহেব বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। খোদার ফজলে তিনজন বয়েত করিয়াছেন।

৬। খবরে প্রকাশ যে, গাম্বিয়া জমাতে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট আলহজ F. M. Singhatey (এফ, এম, সিঙ্গহাতে) গাম্বিয়ার প্রথম ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল নির্বাচিত হইয়াছেন।

৭। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ব্রিটীশ গিয়ানা হইতে মিশনারী ইনচার্জ মোকর্‌রম বশির আহ্‌মদ অরচার্ড (ইংরাজ নও মুসলেম ও জমাতের মোবাল্লেগ) জানাইতেছেন যে, ঐ এলাকায় ভাল ভাবেই প্রচার কার্য্য চলিতেছে। রেডিও মারফত মধ্যে মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে কথিকা প্রচার করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিশন হাউসে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ঐ খানে মসজিদ নির্মাণের জন্য একখণ্ড ভূমি খরিদ করা হইয়াছে। বর্তমানে মসজিদের ইমারতের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছে।

★

॥ মোসলেহ্ মাওউদের কৃতিত্ব ॥

মাহ্মুদ আহ্মদ

মসীহ্ মোহাম্মাদী হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর চল্লিশ দিবসের অবিরত প্রার্থনার পুরস্কার মোসলেহ্ মাওউদ। ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে হযরত মোসলেহ্ মাওউদ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে প্রথমে তিনি কোরাণ মজীদ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন এবং ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালে তাঁহারই প্রচেষ্টায় আহ্মদীয়া জমাতের ছেলে মেয়েদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহে আজও উক্ত পত্রিকাটি অধিক সংখ্যায় প্রকাশ হচ্ছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই যে, নবী রসুলগণের ইহলীলা সংবরণের পর তাঁর অনুসরণকারীরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ তায়ালা এমন প্রতিভাবান ব্যক্তির সৃষ্টি করেন, যারা নবীর অনুসরনকারীগণকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। ১৯০৮ সালের ঘটনা; হযরত আকদাস (আঃ)-এর মৃত্যুর পর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী আহ্মদীয়া জামাতও বিচলিত হয়। সে সময় হযরত মোসলেহ্ মাওউদই হযরত আকদাস (আঃ)-এর পবিত্র লাশের নিকট দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, "শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আপনার বার্তাকে ধরণীর কোণে কোণে প্রচার করতে কোন প্রকার ত্রুটি করব না।" তার এই প্রতিজ্ঞাকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেন। ১৯০৮ সালে হযরত আকদাস (আঃ)-এর পরলোক গমনের পর হযরত মৌলানা হেকিম নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) আহ্মদীয়া জমাতের প্রথম খলিফা নিযুক্ত হন। তখন একদল লোক বলতে আরম্ভ করে যে, "আহ্মদীয়া মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হউক।" হযরত মোসলেহ মাওউদ তখন এর প্রতিবাদ করেন এবং বলেন "হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ হস্তে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাকে বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হলো জামাতকে জীবন্ত গোর দেওয়া।" তখন সকলেই ইহার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করেন এবং উক্ত প্রস্তাবকে নাকচ করেন। আজ উক্ত মাদ্রাসার ছাত্রগণের দ্বারাই ধরণীর কোণে কোণে তৌহিদ খ্যাতি লাভ করছে। ১৮১৪ সালে হযরত মৌলানা হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর খেলাফতের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা হয়। সে সময় খেলাফতের দাঁড় ধরেন প্রিয় নেতা মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে উক্ত সময়ে খলিফা নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর। একদল লোক খেলাফৎকে মুছে ফেলার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়, কিন্তু তারা অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতকার্য হতে পারে নাই। হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তখন খেলাফৎকে সু-দৃঢ় ও সবল করে তোলেন। ১৯১৪ সালে খেলাফতের ঘটনা আহ্মদীয়তের ইতিহাসে এক বিশেষ পরিচ্ছেদ। ইবলিসের ফাঁদে পড়ে একদল লোক খেলাফতের আশীষময় তরীতে আশ্রয় নিতে অগ্রসর না হয়ে, উহার তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত খেলাফৎ ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য উল্টো অভিনয় করতে থাকে। খলিফা ব্যতীত এলাহি জামাত জীবিত থাকা কখনও সম্ভব নয়। কোন ঐশী প্রতিষ্ঠান খলিফা ব্যতীত টিকিয়া থাকিতে পারে না। ঐশী বিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রেরিত পুরুষের তিরোধানের পর খলিফা নিযুক্ত করে থাকেন। ইহা আল্লাহ্তায়ালার চিরন্তন নিয়ম। হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বের ফল আজ সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। "আফতাব আমদ দলীলে আফতাব" অর্থাৎ সূর্য্যের প্রমাণ সূর্য্য নিজেই। যীশুখৃষ্ট বলেছেন, "ফলেই বৃক্ষের পরিচয়।" ১৯১৪ সালে খেলাফৎকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে সুদৃঢ়, সুষ্ঠ ও সবল করাটাই হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

খেলাফত হ'তে স্খলিত ব্যক্তিগণ নিজেদের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কাদিয়ান ত্যাগ করে। কাদিয়ান ত্যাগ করার সময় জমাতের বই-পুস্তক এমন কি টাইপ-রাইটার-যন্ত্র

পর্যন্ত নিয়ে যায়। আজ মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর চেষ্টায় অগণিত লাইব্রেরী এবং বহু প্রেস হয়েছে। সকল ব্যাধির ঔষধ আছে ; কিন্তু মনের ব্যাধির ঔষধ আল্লাহ্-তায়ালার নিকট আত্ম-সমর্পণ ব্যতিরেকে নাই। হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে জমাতে আহ্মদীয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তারলাভ করতে লাগল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় প্রায় সকলকেই কাদিয়ান ত্যাগ করতে হয়। ইহার মধ্যে ঐশী রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা ইহার মধ্য দিয় দেখাইতে চাহেন যে, সমস্ত কল্যাণ খেলাফতের মাধ্যমে আসে। ১৯৪৭ সালটি ছিল ভারতের মোসলমানগণের জন্য সঙ্কট-ময় সাল। মুসলমানগণ ছিল অসহায়। দুর্যোগ দুর্গতির আঁধারে তারা ঢাকা ছিল। সে সময় জামাত এক মহা বিপদের মধ্যে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করে। কোথায় পাবে নূতন কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত স্থান? নূতনভাবে ঘরবাড়ী এবং অফিস নির্মান করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেই সঙ্কটময় সময়ে নিজের বাহুতে জমাতকে আশ্রয় দেন প্রিয় নেতা মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)। সে সময় রাবওয়াকে জামাতের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালে রাবওয়ার অবস্থা যে কি ছিল, সে সম্বন্ধে এ জাগায় দুই একটি কথা উল্লেখ করা সমিচীন মনে করি একজন হিন্দু রাবওয়ার মালিক ছিল। ঐ জমিতে বহু চেষ্টা সত্বেও জলের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন হতাশ হয়ে তিনি রাবওয়া ত্যাগ করেন। সে সময় দুই তিনটি পাহাড় ব্যতীত রাবওয়াতে আর কিছুই ছিল না। আজও সেই পাহাড়গুলো পূর্বের ন্যায় গ্রীষ্মের সূর্য্যকে সর্ব-প্রথম অভ্যর্থনা করবার জন্য মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রাবওয়ার পাহাড়গুলোর প্রতি তাকালে সাহারার কাল্পনিক ছবি অন্তরে ভেসে উঠে। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে রাবওয়া ছিল সাহারা সদৃশ এক স্থান। ছায়াহীন, জলহীন পরিবেশ, চারিদিকে বালুকারাশি ধূ-ধূ করত। সে সময় এই মরুভূমিতে বসেই মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ঝাণ্ডাতলে একত্রিত করার জন্য পরিকল্পনা করেন। আজ সে পরিকল্পনাই তাহ্রীকে জাদীদের মাধ্যমে পূর্ণ হতে চলেছে। রাবওয়া শব্দের অর্থ উচ্চ স্থান। বাস্তবিকই রাবওয়ার চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলো রাবওয়া হ'তে নীচু। একবার এ এলাকায় বন্যা আসে. তখন রাবওয়া ছাড়া চারিদিকের গ্রামগুলো পানিতে ডুবে যায়। হযরত ঈসা (রাঃ) যেরূপ ক্রসের বিপদের পর যে স্থানে আশ্রয় নেন উহা উচ্চস্থান হওয়া হেতু পবিত্র কোরআনে উহা রাবওয়া নামে অভিহিত, সেইরূপ মোসলেহ্ মাওউদও বিপদের পর যে স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন উহাকে রাবওয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রভেদ শুধু এই যে, হযরত ঈসা (রাঃ)-এর আশ্রয় স্থান ছিল কাশ্মীর, যাহা পূর্বেই শস্য শ্যামলে শোভিত ছিল। পূর্বেই সেখানে ঝরণা প্রবাহিত হতো। আমাদের রাব-ওয়াতে পূর্বে পানিও পাওয়া যেতো না। অথচ আল্লার বিশেষ অনুগ্রহে এবং মোসলেহ্ মাওউদের প্রচেষ্টায় আজ রাবওয়াতে সু-স্বাদু পানির ব্যবস্থা হয়েছে। বহু বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। আজ রাবওয়ার জন সংখ্যা হলো পনেরো হাজারেরও উর্ধে। অচিরেই রাবওয়া একটি জনবহুল শহরে পরিণত হবে; ইন্শাল্লাহ্। মোসলেহ্ মাওউদের নেতৃত্বে রাবওয়ায় (১) সদর আঞ্জুমান (২) তাহ্রীকে জাদীদ (৩) ওয়াকফে জাদীদ (৫) তালিমুল ইসলাম কলেজ (৬) তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল (৭) নোসরত গার্লস কলেজ (৮) নোসরত গার্লস হাই স্কুল (৯) নোসরত গার্লস ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল স্কুল ১(০) ফজলে ওমর চিকিৎসালয় ইত্যাদির বিল্ডিং নির্মিত হইয়াছে। রাবওয়ার ভিত্তি স্থাপন এবং ইহাকে এক সুন্দর শহরে পরিণত করা মোসলেহ্ মাওউদের

জীবনের এক বিরাট কৃতিত্ব। আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র বাণী আল-কোরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে সেই সময় অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন ধরণীতে বিষাক্ত হাওয়া বইছিল। বিষাক্ত হাওয়া দূর করে শান্তির সমীরণ চালানোর জন্য আল্লাহ্‌-পাক কোরআন অবতীর্ণ করেন। মোসলমানদের অবশ্য কর্তব্য ছিল কোরআনকে বিশ্বের কোণে কোণে প্রচার করা। ইহা অবশ্য একটি কঠিন কাজ। তাই আল্লাহ্‌তায়া ইহাকে সব চেয়ে বড় জেহাদ বলেছেন। প্রভু বলেন:

فلا تطع الكفرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ٥

অর্থাৎ "কাফেরদের অনুসরণ করিও না এবং ইহার (কোরআনের) দ্বারা বড় জেহাদ কর।" কিন্তু মুসলমানগণ প্রভুর এই বাণীকে ভুলে গিয়ে আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়ল। কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবী ভাষায়। বিশ্বের সকলের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব নয়। তদুপরি মোসলমানগণ হাত গুটিয়ে বসে আছে আগত দিবসের ইসলামী রাজত্বের আকাঙ্খায়। হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাজিঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কোর-আনের অনুবাদ করিয়েছেন। একখানা বৃহৎ তফসীর তিনি লিখেছেন, যার সমতুল্য তফসীর এ পর্যন্ত আর কেহ লিখেন নাই। তিনি তার তফসীরে ইসলামের সত্যতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলোর সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কোরআনের সূক্ষ্মতত্ব তিনি তার তফসীরে বর্ণনা করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ এবং তফসীরে কোরআন হযরত মোসলেহ্‌ মাওউদ (রাজিঃ)-এর এক বিরাট কৃতিত্ব।

ইসলামের এক বিরাট কার্যকে তিনি সমাধা করে গিয়েছেন। মোসলমান মাত্রই তার এই কাজের জন্য গর্ব করবে। আগত দিবসের ইসলামিক ইতিহাস এই কার্যের জন্য গর্বে পূর্ণ হবে। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ সেখান হতে দৈনিক পাঁচবার আজানের ধ্বনি নীলগগণে নিনাদিত হচ্ছে। একদিকে তৈহিদের আহ্বান এবং অপর দিকে গীর্জার ঢং ঢং আওয়াজ। আজানের আওয়াজ প্রবল হতে আরম্ভ করেছে এবং অচিরে গীর্জার ঢং ঢং আওয়াজ কমে যাবে। ইসলামের স্বপক্ষে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। এক, একখানা গ্রন্থ তৃষ্ণার্তের জন্য সুশীতল উৎস স্বরূপ। তিনি ছিলেন একজন সু-নিপুন বক্তা। ছয় ছয় ঘণ্টা অনবরত বক্তৃতা দিতেন। তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী। মোসলেহ্‌ মাওউদের নিজের ভাষায় তার একটি সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেন, "প্রাতঃ ভোজন সেরে মেয়েদের মাদ্রাসায় পড়াইতে যাই। এই মাদ্রাসায় আমার তিনজন বিবি এবং আমার মেয়েরাও পড়ে। এখানে এক ঘণ্টা পনর মিনিট কাজ করতে হয়। এখানকার কাজ সেরে বন্ধুগণের সংঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়, এবং জামাতের খবরা-খবর নিতে হয়। সোয়া নয়টার সময় এখানে আসি। দশটার সময় চিঠি-পত্র এসে যায়। প্রত্যহ আট হ'তে একশ পচিশ খানা পত্র আসে। চিঠি-পত্র দেখতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেগে যায়। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে জোহরের নামাজ পড়াতে হয়। জোহরের পর জামাতের কাজ, যাহা অফিসের সঙ্গে সম্বন্ধ, সেগুলো দেখতে হয়। এ কাজ শেষ না করতেই আছরের নামাযের সময় হয়ে যায়। নামাজের পর পত্রের উত্তর লিখি। তারপর মগরেবের নামাযের পর খাওয়া দাওয়া সেরে কিছু পড়া-শুনা করি। এশার পর কোরআন শরীফের অনুবাদ করতে হয়। তারপর নানান বিষয়ে জ্ঞানের জন্য কিছু অধ্যয়ন করি।" প্রিয় মোসলেহ্‌ মাওউদ ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ, লেখক, বক্তা, একনিষ্ঠকর্মী, দয়াশীল, দানশীল। অসীম সাহসিকতার অগ্রদূত, সাম্যের বাণী বহনকারী। গত ৮ই নবেম্বর ১৯৬৫ সালে আমাদের এই মহান নেতা ইহলীলা সংবরণ করেন। চলে যাওয়া দিন আর ফিরে আসে না সত্য, কিন্তু মোসলেহ্‌ মাওউদের কৃতিত্বগুলো আগত দিবসের একটি নূতন পদক্ষেপ হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাবে।

"একদিন আয়েগা কে কাহেঙ্গে তামাম লোগ,
মিল্লত কে ইস ফেদাই পর রহমত খোদা কারে"।

★

بسم الله الرحمن الرحيم ٥
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود وبارك وسلم *

Feb. 14, 1996

My Dear Brother,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

অদ্য ৩০শে অক্টোবর সংখ্যা আহ্‌মদীতে আপনার 'পরকাল' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়িয়া বড়ই আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। প্রবন্ধটি বড়ই সারগর্ভ ও জ্ঞান-গর্ভ। আত্মা ও পরকাল সম্বন্ধীয় জটিল বিষয়টিকে আধুনিক আবিষ্কৃত তথ্যাদি দ্বারা যেরূপ পরিষ্কারভাবে বোধগম্য করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতি প্রশংসনীয়। পাঠকগণ, মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে তদ্বারা বড়ই উপকৃত হইবে। আমি স্বয়ং বড়ই উপকৃত হইয়াছি। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাকে জাজায়ে খায়ের দিন। আমীন। প্রবন্ধটি যদি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া পুস্তিকা আকারে ছাপাইতে পারিতেন তবে বড়ই ভাল হইত। আমার বিশ্বাস অনেক জড় বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক ভাবাপন্ন লোক ইহা পাঠ করিয়া ইমান লাভ করিবে। আল্লাহ্‌তালা আপনার সহায় হউন।

আহ্‌মদী পত্রিকা আজকাল খোদাতালার ফজলে প্রবন্ধাদির দিক দিয়া বড়ই উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু ইহার কাগজ বড়ই খারাপ। এরূপ ভাল ভাল সারগর্ভ প্রবন্ধাদি এরূপ কাগজে ছাপান আমার মতে শোভা পায় না। ভাল জিনিস ভাল পাত্রে পেশ করিলে তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। বাংলার আহ্‌মদীগণ কি মাসিক দশ বিশ টাকা খরচ করিয়া তাহাদের মুখপত্রকে একটু সুন্দররূপে পেশ করিতে পারে না? আমার ধারণা বর্তমানে বাংলায় এমন অনেক আহ্‌মদী আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলে একাই ইহার কাগজের সমস্ত মূল্য দান করিতে পারেন। আল্লাহ্‌তালা আমাদের ভাইদের দিল খুলিয়া দিন। আমীন। والسلام

খাকসার
আবদুর রহমান খাঁ

উক্ত পত্রটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চিফ মুসলীম মিশনারী ইনচার্জ জনাব আবদুর রহমান খাঁ বাঙালী সাহেব [A. R. Khan Bangalee] প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবকে লিখেন। —সম্পাদক আহ্‌মদী।

ঃ নিজে নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 10·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Iesus die.	J. D. Shams	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মাওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী,
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	আমাদের শিক্ষা	,, ,,
৩।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৪।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৫।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১১।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৪।	হোশান্না	,, ,,
১৫।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.